উপরে চন্দ্রমা হাসে, হাসে তারাদল
চপল শিশুর এই দেখি ব্যবহার,
কোথায় তাহার সেই রৌদ্ররাঙা মুখ,
সেই শিশু—ধীর এত, চেনা বুঝি ভার।

শ্রীনরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা।

অন্বেষণ।

(আমি) ব্যাকুল-নয়নে চাহি শূন্যপানে
তোমারে ধরিব বলিয়া;
চেয়ে চেয়ে শেষে ফিরি হে হতাশে
পাইনা কোথাও খুঁজিয়া।

দেখি আমি শুধু প্রকৃতি-সুষমা
আছে ভরি' বিশ্ব ব্যাপিয়া;
(সে) সুষমা শোভনে হেরি দু'নয়নে
উঠে হৃদি কেন ছাপিয়া।

অব্যক্ত আবেশে হৃদি যায় ভেসে
পূর্ণ হয়ে যায় নিমিষে;
কি অমিয়-জ্যোতি হৃদে উঠে ভাতি
আহা কি মোহন আকাশে।

সব ভুলে গিয়ে থাকি শুধু চেয়ে
তোমার সুনীল গগনে;
মরি কি মাধুরী হৃদি যায় ভরি'
প্রকাশিতে নারি বচনে।

হেথা কি হে তবে রহিছ নীরবে ?
না হ'লে প্রকৃতি-সুষমা
কেন এত ঝরে, হৃদি-মন হরে
নাহি মিলে যার উপমা ।

মূঢ় মন মম বৃথা চারিধারে
বেড়ায় তোমায় হেরিতে ;
(আমার) ভ্রম কর শেষ, যেন পরমেশ
হেরি তোমা বিশ্ব-ছবিতে ।

শ্রীঅমূল্যরতন ঘোষ,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'সি' শাখা ।

ভিখারিণী ।

দুটী ছেলে সাথে করি' ফিরিতেছে পথে
অবশ হয়েছে তনু পারে না চলিতে ।
ছিন্ন বেশ, জীর্ণ দেহ, মলিন বদন
রুক্ষ কেশ আলুথালু, নিষ্প্রভ নয়ন ।
দুটী অন্ন চাহে গিয়ে ধনীর দুয়ারে
বাবু বলে দ্বারবানে, "দাও দূর করে' ।"
দ্বারী এসে রূঢ়স্বরে বলিল তাহারে—
"ভিক্ষা নাহি পাবে হেথা যাও অন্য ঘরে" ।
সজলনয়নে চাহি দ্বারি-মুখ পানে
চলে' গেল ভিখারিণী ব্যথিত-পরাণে ।
পথে যেতে ছেলে দুটী বলে মা'কে ডেকে—
'আর যে পারি না যেতে নে মা তুলে বুকে' ।
শেষবার বাছাদের তুলে নিল বুকে,
মেলিল না আঁখি ; তা'রা ঘুমাইল সুখে ।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা ।